কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৮ ❑ মার্চ-এপ্রিল ❑ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৬ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ❑ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে হানাদার পাকিস্তানীদের থেকে স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে আনে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। স্বাধীনতার এই কণ্টকময় অভিযাত্রায় লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়, পাকিস্থানী বাহিনী কর্তৃক সম্ভ্রমহানি হয় বাংলার লক্ষ্য মা ও বোনেদের। আমরা তাদের বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতার পর যে মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তা দেশী-বিদেশী নানা সংকীর্ণতা, সংঘাত, বিপর্যয়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ অধরা হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এক ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়। নতুন প্রজন্ম তথা জেন-জি এই অভ্যুত্থানের দিনটিকে '৩৬ জুলাই' বলে অভিহিত করে। প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-জনতার তাজা রক্তের বিনিময়ে পুনরায় বৈষম্যহীন একটি বাংলাদেশের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। এ সম্ভাবনার দুয়ার কৃষিখাতেও খুলেছে। কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে বীজ, সেচ ও সার পৌঁছে দেওয়ার যে মহতি দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ওপর অর্পিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সম্মিলিত হয়ে তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

চব্বিশের বিপ্লবের ছোঁয়া কৃষিক্ষেত্রে আরো বেশি করে লাগা জরুরি। সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বাংলাদেশকে কৃষিতে স্বনির্ভর করার ওপর মূলত নির্ভর করছে একটি ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা ।

ভেতরের পাতায়

পারস্পরিক সহযোগিতা বিমসটেক অঞ্চলের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে- কৃষি উপদেষ্টা.....০৩
দেশে কোন খাদ্য সংকট হবে না- কৃষি উপদেষ্টা.....০৪
বোরো ধানের ফলন সন্তোষজনক- কৃষি উপদেষ্টা ০৫
ময়মনসিংহে সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এর সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন.....০৬
প্রস্তাবিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত.....০৭
বিএডিসি'র আমন ধানবীজ বিতরণ কৌশল শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত.....০৮
বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান.....০৯
বিএডিসি'র ডোমার খামারে বীজ আলু উৎপাদনে চমক.....১০
লৌহজংয়ে খাল পুনঃখননে ১৫০০ একর জমিতে ফিরছে কৃষির প্রাণ.....১১
রোপা আমনে খরা মোকাবেলায় করণীয়.....১২
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

পারস্পরিক সহযোগিতা বিমসটেক অঞ্চলের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে- কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, পারস্পরিক সহযোগিতা বিমসটেক অঞ্চলের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

উপদেষ্টা গত ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ বিমসটেক সদস্য দেশসমূহের কৃষি বিষয়ক মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে আয়োজিত তৃতীয় বিমসটেক কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

নেপালের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রামনাথ অধিকারীর সভাপতিত্বে সভায় সদস্য দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ যুক্ত ছিলেন।

উপদেষ্টা বলেন, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে বিমসটেক কাজ করছে। সংস্থাটি স্থাপনের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঞ্চলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের একসাথে কাজ করার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষি, পশু ও মৎস্য সম্পদ কেবল অর্থনৈতিক খাতই নয় বরং এগুলো এ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনধারণ ও গ্রামীণ উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। কৃষি এ অঞ্চলের কোটি কোটি জনগণের উন্নতিতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এ খাত জলবায়ু পরিবর্তন, অসম বণ্টন, বাণিজ্য ঘাটতিসহ

বিমসটেক সদস্য দেশসমূহের কৃষি বিষয়ক মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে আয়োজিত তৃতীয় বিমসটেক কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে উপদেষ্টা পারস্পরিক সমন্বয়, টেকসই সহযোগিতা ও গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপদেষ্টা বঙ্গোপসাগরকে বিমসটেক অঞ্চলের মৎস্য সম্পদের অন্যতম উৎস হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এ অঞ্চল কোটি লোকের বেঁচে থাকা, অর্থনীতি ও প্রোটিন চাহিদার জোগান দেয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ মৎস্য উৎপাদনে সাফল্য দেখিয়েছে। দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন এ অঞ্চলের মৎস্য উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব রাখছে। এ বিষয়ে এক সাথে কাজ করার জন্য উপদেষ্টা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আহবান জানান।

বিমসটেক অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এ অঞ্চলে ১৮০ কোটি লোকের বসবাস। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে। বিমসটেকের মহাসচিব প্রস্তাবিত নীতি অনুযায়ী সমষ্টিগত আত্ম-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে একটি বিমসটেক খাদ্য রিজার্ভ তৈরিতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয় জোরালো করতে উপদেষ্টা অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সামনে থেকে কাজ করতে প্রস্তুত বলে উপদেষ্টা জানান।

জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও জীববৈচিত্র্যে ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। এ সংকট মোকাবেলায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমাদের বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বাড়িয়ে অভিযোজন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত বলেও উপদেষ্টা জানান।

সদস্য রাষ্ট্রমূহের ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধাসমূহ দূর করে কৃষি পণ্যের বাণিজ্য বাড়াতে উপদেষ্টা আহবান জানান।

দেশে কোন খাদ্য সংকট হবে না- কৃষি উপদেষ্টা

সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার দেখার হাওরে বোরো ধান কাটা উদ্বোধন করেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশে উৎপাদন খুব ভালো হয়েছে। এবার খাদ্য সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই। দেশে কোন খাদ্য সংকট হবে না।

উপদেষ্টা গত ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার দেখার হাওরে বোরো ধান কাটা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

দেশের খাদ্য মজুদ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, দেশে এবার প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। দেশে খাদ্য সংকট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। খাদ্য পর্যাপ্ত মজুদ আছে।

গতকাল আপনারা জেনেছেন যে, ধানের ক্রয়মূল্য ৩৬ টাকা, চাউলের ক্রয়মূল্য ৪৯ টাকা ও গমের ক্রয়মূল্য ৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন ধান কাটা শুরু হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কাটা শেষ হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন কৃষি উপদেষ্টা।

হাওরের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, বাঁধের কোন সমস্যা থাকলে এখনই বলেন সেটা সমাধান করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি কোন বাঁধ নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে সেই প্রকৌশলীর সমস্যা হবে বলে উপদেষ্টা হুঁশিয়ারি দেন। যদি কোন বাঁধ নিয়ে শঙ্কা থাকে তাহলে ওই ইঞ্জিনিয়ারেরও শঙ্কা থাকবে।

ধান যখন কেনা শুরু হয় তখন মাঠেই মধ্যস্বত্বভোগীরা কম দামে ধান নিয়ে যায় এরকম প্রশ্নের জবাবে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, এজন্য এবার সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে, আমি এসেছি এই বিষয়ে আমি পরিদর্শন করে যাব। ধান কাটা নিয়ে কোন সিন্ডিকেট আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, সিন্ডিকেট থাকলে আপনারা আমাদের জানান আমরা সোজা করে দেব।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভাগ ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে উপদেষ্টা বোরো ধান কাটার উদ্বোধন করেন ও কৃষকদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

পরে উপদেষ্টা শান্তিগঞ্জ উপজেলার এল এস ডি পরিদর্শন করেন।

কৃষি সচিবের বিএডিসি'র কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬ মার্চ ২০২৫ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বিএডিসি'র মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং বিএডিসি'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বিএডিসি'র মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বোরো ধানের ফলন সন্তোষজনক- কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশে বোরো ধানের ফলন সন্তোষজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোরো ধান কাটা সম্পন্ন হবে।

উপদেষ্টা গত ২৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার আড়িয়াল বিলে ধান কাটা ও মাড়াই পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

এসময় শিল্প, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার আড়িয়াল বিলে ধান কাটা উদ্বোধন করেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আড়িয়াল বিল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন এলাকা। এখানকার জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আড়িয়াল বিল ও সংলগ্ন অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ও ফসল পরিবহনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উপদেষ্টা কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন ও সেগুলো সমাধানের আশ্বাস দেন।

আড়িয়াল বিলে বিমান বন্দর নির্মাণ প্রতিরোধে আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারে কৃষকরা অনুরোধ করলে উপদেষ্টা তাদের মামলা প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। অবৈধ মাটি ব্যবসা বন্ধে টহল চৌকি স্থাপনে কৃষকরা অনুরোধ করলে উপদেষ্টা জরুরি ভিত্তিতে টহল চৌকি স্থাপনে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে শিল্প, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান বলেন, আড়িয়াল বিলের পরিবেশ রক্ষায় এলাকাবাসী সহযোগিতা করবেন। মুন্সিগঞ্জের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ যেন যথাযথভাবে হয়। দেশে যেন খাদ্যের অভাব না হয় এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সরকার সেভাবে কাজ করছে।

বাঁশখালীতে বিদেশি কৃষি বিশেষজ্ঞ টিমের সাথে কৃষকদের মতবিনিময়

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কমপেটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) এর মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন বিদেশী কৃষি বিশেষজ্ঞ টিম। গত ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গিয়ে মূল্যায়ন টীমের সদস্যগণ প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক গ্রুপের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় উচ্চমূল্যের ফসল আবাদে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে প্রশিক্ষণের প্রভাব, বাজার সংযোগ বৃদ্ধিতে কর্মপরিকল্পনা ঠিককরণ এবং উচ্চমূল্য ফসল চাষে কৃষককে উৎসাহিতকরণের ওপর জোর দেয়া হয়।

এর পূর্বে সাধনপুর বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত আর্টেশিয়ান কূপ ও কুল বাগান সম্প্রসারণ পরিদর্শন করেন। বৈলছড়ীতে কৃষক ব্যবসায়ী স্কুল এর উপর প্রশিক্ষিত কৃষক দ্বারা কৃষি পণ্য কিভাবে লাভজনকভাবে বাজারজাত করা যায় তার চাক্ষুষ প্রদর্শনী স্থাপন এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সারী ম্যান কোকোপিঠে আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে চারা উৎপাদন করা যায় সেটা প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে শীলকূপে বিএডিসি কর্তৃক বামের ছাড়া খনন, পাইপ স্থাপন এবং ফুট ওভারব্রিজ কিভাবে এলাকার কৃষকদের সারা বছরব্যাপী পানি সরবরাহের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের সবজি, ফল চাষ করছেন সেটা পরিদর্শন করেন। মতবিনিময় সভায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ টিমের মিশন টেকনিক্যাল লিডার মি. কিস ব্লক, আইএফএডি বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. ভ্যালান্টাইন আচাঞ্চো, কান্ট্রি প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর নাবিল রহমাম, লিঙ্গ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মকর্তা মিসেস নিষ্ঠা বশিষ্ঠ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ড. সাইফুল ইসলাম, এসএসিপির প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ এমদাদুল হক। এসএসিপির বিএডিসি অঙ্গের কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর জনাব রেজাউর রহমান অপুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এর সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ইউসুফ আলী "ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" এর অর্থায়নে কৃষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ও অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মাঝে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

কৃষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ইউসুফ আলী

সদস্য পরিচালক বর্ণিত কর্মসূচির অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসেবে একই উপজেলায় রাজগাতি ইউনিয়নের ফরিদাকান্দা মৌজার গভীর নলকূপ পুনঃখনন ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শন ও উপস্থিত কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য, নান্দাইল উপজেলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় আশির দশকে স্থাপিত ৮০ ফুট হাউজিংবিশিষ্ট গভীর নলকূপসমূহ অকেজো হয়ে পড়ছে। বর্তমানে কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০ ফুট হাউজিং ও ১১০ ফুট হেডবিশিষ্ট সাবমারসিবল পাম্পের সাহায্যে চলতি অর্থ বছরে মোট ০৫টি গভীর নলকূপের পুনর্বাসন করা হবে। এসময় ময়মনসিংহ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বিএডিসি'র সচিবকে কৃষি সচিবের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা

বিএডিসি'র সচিব ড. কে এম মামুন উজ্জামান উপসচিব হতে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র সচিব ড. কে এম মামুন উজ্জামান উপসচিব হতে যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ১২ মার্চ ২০২৫ তারিখে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সেচ ভবনে বিএডিসি'র প্রস্তাবিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ইন্সটিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) আয়োজিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান।

আইডব্লিউএম এর পরিচালক জনাব গৌতম চন্দ্র মৃধা কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এই ৬ জেলার ৩২টি উপজেলায় প্রস্তাবিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর কার্যক্রম বিস্তৃত। এ এলাকায় পদ্মা, মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, ইছামতী, কালিগঙ্গাসহ শত শত নদীবেষ্টিত হওয়ায় এখানে ভূউপরিস্থ পানির প্রচুর প্রাপ্যতা রয়েছে। আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে ৩২ উপজেলায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, উপকারভোগী কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের নিয়ে ১২টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ১২টি কেআইআই করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর এরকম একটি কর্মশালা আয়োজন করায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান আইডব্লিউএম এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান।

মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) প্রকৌশলী মোঃ বদিউল আলম সরকার, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) প্রকৌশলী মোহাম্মদ বদরুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, প্রধান পরিকল্পনা জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ পশ্চিমাঞ্চল) প্রকৌশলী খান ফয়সল আহমদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ পূর্বাঞ্চল) প্রকৌশলী মোঃ সারওয়ার হোসেন ও আইডব্লিউএম এর টিম লিডার প্রকৌশলী আবুল কাশেম মিয়া ও ইরিগেশন স্পেশালিস্ট প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান প্রমুখ।

কর্মশালায় উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র আমন ধানবীজ বিতরণ কৌশল শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে "২০২৫-২৬ বিতরণ বর্ষে আমন ধানবীজ বিক্রি ত্বরান্বিত, গতিশীল এবং সমূদয় বীজ বিক্রির কৌশল ও করণীয় পদক্ষেপ" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরস্থ বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। বীজ বিতরণ বিভাগের অতিরিক্তি মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ সেলিম হায়দার কর্মশালায় Keynote Paper উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

কর্মশালাটি উদ্বোধনপূর্বক প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বলেন, দেশের কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিএডিসি একটি সম্পদ এবং বিএডিসি'কে আরও বহুদূর এগিয়ে নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএডিসি ফসল উৎপাদনের মূখ্য তিনটি উপকরণই যথা: বীজ, নন ইউরিয়া সার এবং ক্ষুদ্রসেচ সুবিধাদি কৃষকদের দোড়গোড়ায় যথাসময়ে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। বীজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএডিসি'র বীজ গুণে ও মানে সর্বোকৃষ্ট এবং কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ অত্যন্ত সমাদৃত। প্রতি মৌসুমে বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে। বীজের চাহিদা সুনিদিষ্টভাবে নির্ধারণপূর্বক উৎপাদিত বীজের গুণগতমান আরও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি তৎপর হওয়ার পাশাপাশি সমূদয় বীজ বিক্রির ক্ষেত্রে কর্মকৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণে জোরালো গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে সরবরাহের ক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয় এবং সকল মৌসুমে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে বীজ প্রাপ্তিতে সক্ষম হয় এবং বীজ প্রাপ্তিতে কৃষকরা যাতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন অতিরিক্তি মহাব্যবস্থাপক (বীবি) জনাব মোঃ সেলিম হায়দার

বোরো ধান বীজ উৎপাদন কলা কৌশল শীর্ষক চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০২৫ অনুষ্ঠিত

কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন বিএডিসি বগুড়া এর উদ্যোগে গত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে "বোরো ধানবীজ উৎপাদন কলা কৌশল শীর্ষক চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০২৫" অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (ক.গ্রো.) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ খান।

সভাপতিত্ব করেন যুগ্মপরিচালক (ক.গ্রো.) বিএডিসি বগুড়া সার্কেল বগুড়া জনাব উৎপল কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, বগুড়া জনাব মোঃ কাজেম আলীসহ অত্র অঞ্চলের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (ক.গ্রো.) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ খান

বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

গত ২১ ও ২২ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন উপজেলার ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও খাল পুনঃখনন কাজসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন, পরিদর্শন ও সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড়ের বামনকাঠি খাল উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ২২ মার্চ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনঃখননকৃত ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড়ের ১.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বামনকাঠি খাল উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে স্থানীয় উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান স্থানীয় উপকারভোগী কৃষকদের খোঁজখবর নেন এবং বিএডিসি'র বীজ ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বিএডিসি সর্বদা কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বরিশালস্থ বিএডিসি'র বিভিন্ন ক্যাম্পাস পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকোশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার, প্রধান (পরিকল্পনা) জনাব মো: ফেরদৌস রহমান, প্রকল্প পরিচালক (বিবিজেপি) জনাব সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ এবং বিএডিসি'র বরিশালস্থ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড়ের বামনকাঠি খাল উদ্বোধন শেষে উপকারভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র ডোমার খামারে বীজ আলু উৎপাদনে চমক

আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সরকারি সহযোগিতায় উত্তরের জেলা নীলফামারীতে এবার বীজ আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নীলফামারী জোনের আওতায় ডোমার, নীলফামারী সদর ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় চুক্তিবদ্ধ চাষিরা বীজআলু উৎপাদনে ফলন ভালো হওয়ায় চাষিরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শস্যবন্ধকি ঋণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষিরা বীজ, সার, কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক পেয়েছেন, যা তাদের ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নীলফামারী জোনের সূত্রে জানা যায়, 'মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে নীলফামারী জোনের ৩০টি ব্লকে ৭৬ জন চাষির মাধ্যমে ৭৫৩ একর জমিতে বীজআলু উৎপাদন করা হয়েছে।

এর মধ্যে ৪১৮ একর জমিতে ১২টি জাতের ভিত্তি বীজআলু- এস্টারিক্স, মিউজিকা, গ্রানুলা, কুইনঅ্যানি, কারেজ, কুম্বিকা, এলোয়েট, ৭ ফোর ৭, সানতানা, কার্ডিনাল, ডায়মন্ড, বারি আলু-৬২।

অন্যদিকে, ৩৩৫ একর জমিতে ১১টি জাতের প্রত্যায়িত বীজআলু- মিউজিকা, সানতানা, কারেজ, এস্টারিক্স, গ্রানুলা, কুম্বিকা, সানসাইন, বারি আলু-৭২, ভ্যালেন্সিয়া, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল।

'মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ মৌসুমে নীলফামারী জোনের ৩০টি ব্লকে ৭৬ জন চাষির মাধ্যমে ৭৫৩ একর জমিতে উৎপাদনকৃত বীজআলু

এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিকটন বীজআলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদিত আলু বাজারজাতকরণের পর প্রায় ১৬ কোটি টাকা বীজআলুর মূল্য বাবদ পরিশোধ করা হবে, যার মধ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষিরা প্রায় ৮ কোটি টাকা আয় করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

নীলফামারী সদর উপজেলার তরনীবাড়ী ব্লকের কৃষক জনাব কৃষ্ণ রায় বলেন, 'বিএডিসির সহযোগিতায় এক বিঘা জমিতে বীজআলু চাষ করেছি। ফলন ভালো হয়েছে, যদি ভালো দাম পাই, তাহলে লাভবান হবো। বিএডিসি থেকে বীজ, সার, কীটনাশক পেয়েছি, যা উৎপাদনে সহায়ক হয়েছে।'

একই এলাকার কৃষক জনাব রত্নদেব রায় বলেন, 'আমি ৪ বিঘা জমিতে তিনটি জাতের আলু চাষ করেছি। গত বছর প্রতি বিঘায় ৩০-৪০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল, তবে এবার বাজারদর কম থাকায় কী হবে জানি না।'

পলাশবাড়ী ইউনিয়নের আলু চাষি ভদ্রমোহন রায় জানান, 'বিএডিসির উন্নত মানের বীজআলু রোপণ করে আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি। কর্মকর্তারা আলু রোপণের সঠিক নিয়ম ও সময় বলে দেওয়ায় বাম্পার ফলন হয়েছে।'

নীলফামারী জোনের উপপরিচালক জনাব মো. আবু তালেব মিঞা বলেন, 'বিএডিসির কর্মকর্তাদের নিয়মিত দিকনির্দেশনার কারণে এবার আলুক্ষেতে রোগবালাই তুলনামূলক কম হয়েছে। নীলফামারী জোন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় বীজআলু উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

তিনি আরও জানান, 'উৎপাদিত বীজআলু দেশের সাধারণ চাষিদের আলু উৎপাদনে সরবরাহের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি ২ হাজার মেট্রিকটন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি বীজআলু হিমাগারের নির্মাণকাজ নীলফামারী জেলার গাছবাড়ি সংলগ্ন বীজ বর্ধন খামারের অভ্যন্তরে চলমান রয়েছে, যা আগামীতে চাষিদের জন্য সংরক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করবে।

সংকলিত :
দৈনিক সময়ের কণ্ঠস্বর
২৬ মার্চ ২০২৫

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

লৌহজংয়ে খাল পুনঃখননে ১৫০০ একর জমিতে ফিরছে কৃষির প্রাণ

কৃষি জমিতে সেচ ও জলাবদ্ধতার সমস্যা নিরসনে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার বৌলতলী ও বেজগাঁও ইউনিয়নে খাল পুনঃখনন ও নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ফলে চাষাবাদে বাম্পার ফলনের স্বপ্ন দেখছেন কৃষকরা। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে শুরপাড়া, বৌলতলী, জাঙ্গালিয়া ও বানিয়াগাঁও এলাকার প্রায় ১৫০০ একর জমি জলাবদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা যায়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ঢাকা (নির্মাণ) রিজিয়নের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় শুরপাড়া বৌলতলী জাঙ্গালিয়া শাখা খাল পুনঃখনন কাজের কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এতে ৪ দশমিক ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খাল পুনঃখননের মাধ্যমে কৃষিজমি থেকে জমে থাকা পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুযোগ তৈরি হবে। যার প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

এতে কৃষকরা বছরে দুবার ফসল উৎপাদন করতে পারবেন। দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতার কারণে বানিয়াগাঁওসহ আশপাশের এলাকায় আলু চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খাল খনন শেষ হলে আগামী মৌসুমেই কৃষকরা আলু এবং বোরো ধানের আবাদ শুরু করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করছেন।

স্থানীয় কৃষক জনাব আব্দুল আউয়াল বলেন, পানি জমে থাকার কারণে কয়েক বছর ধরে জমিতে ঠিকমতো ফসল ফলাতে পারি নাই। এখন যদি খাল খনন শেষ হয়, তাহলে আবার আলুর চাষ করবো। আগে যেই জমিতে আমরা এক ফসল ফলাতে পারতাম না এখন সেখানে দুই ফসল ফলাতে পারব।

কৃষক জনাব রহমান শেখ বলেন, এখন খাল শুকনো থাকায় দূর থেকে সেচ পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি দিতে হয়। এতে খরচ যেমন বেশি হয়, আবার সময় মতো পানিও পাওয়া যায় না। এখন এই খাল খননের ফলে প্রাণ ফিরেছে এলাকার কৃষি ক্ষেত্রে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় শুরপাড়া বৌলতলী জাঙ্গালিয়া শাখা খাল পুনঃখনন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মোমেন বলেন, খনন কাজের মাধ্যমে পানি দ্রুত নিষ্কাশন হবে। যার ফলে কৃষক আগাম আলু উৎপাদন করতে পারবে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, আর পুরো এলাকার অর্থনীতিতেও আসবে ইতিবাচক পরিবর্তন। এই খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুরো অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে।

লৌহজং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নেছার উদ্দিন বলেন, আমরা শুরপারা থেকে বলতলী পর্যন্ত প্রায় ৪.২ কিমি খাল খনন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে অত্র এলাকার প্রায় ১৫০০ একর জমি কৃষি চাষের আওতায় আসবে। যা দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন উপযোগী ছিল না। আমরা আশা করছি কাজটির সম্পন্ন হলে এই এলাকার দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান হবে। এতে এই এলাকার উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা মজবুত হবে।

সংকলিত :
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৬ মার্চ ২০২৫

'BADC SEEDS' নামে ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হওয়ার আহ্বান

বিএডিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন, নতুন নতুন জাতের পরিচিতি, বীজ বিক্রয় বা বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য, মাঠ পর্যায়ে কৃষকের অভিমত, সর্বোপরি বিএডিসি'র বীজ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরতে **'BADC SEEDS'** নামে ফেসবুক গ্রুপ (পাবলিক) খোলা হয়েছে। বিএডিসি'র বীজ বিক্রির গতিশীলতা বৃদ্ধিই এই গ্রুপ খোলার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে মৌসুমভেদে বিতরণযোগ্য সকল বীজের পরিচিতি, বিক্রয়মূল্য, প্রাপ্তিস্থানসহ বিভিন্ন তথ্য সংযোজিত হবে। এর মাধ্যমে সংস্থার বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কৃষক, ডিলার, কৃষি উদ্যোক্তাসহ সকলেই জানতে পারবেন। গ্রুপটি বিএডিসি'র উৎপাদিত উচ্চফলনশীল নতুন জাতগুলি জনপ্রিয়করণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে, ফলে বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়ের হারও তরান্বিত হবে।

সবাইকে এই গ্রুপে যুক্ত হবার জন্য মহাব্যবস্থাপক (বীজ) দপ্তর থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

রোপা আমনে খরা মোকাবিলায় করণীয়

মোঃ জিয়াউল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব- দ্বীপ এবং সীমিত উচ্চ ভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে আসামের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশের ২০°৩৪´ হতে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১´ পূর্ব হতে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ দেশের গড় তাপমাত্রা ২৫°৭০´ এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩০ মি.মি.। মৌসুমী জলবায়ু বিরাজমান। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮২% ভাগ বৃষ্টিপাত পতিত হয় মে- সেপ্টেম্বর (জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন) সময়ে, যার মধ্যে মে-১৫%, জুন- ১৬%, জুলাই- ১৭%, আগস্ট- ১৬% ও সেপ্টেম্বর- ১৮%। গড় তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জুন- সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২৩ ডিগ্রি হতে ২৭.৬৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সবোর্চ্চ তাপমাত্রা৩২.৬৭ ডিগ্রি হতে ৩৪.৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে অবস্থান করছে। কিন্তু এ অসম ও অনিশ্চিয়তা বৃষ্টিপাতের বন্টনের কারণে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু এলাকায় রোপা আমন চাষকালীন খরা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যার ফলে খরা আক্রান্ত এলাকায় রোপা আমনের ফলন ১৫-৬০% কম হয়। বাংলাদেশের মোট ২৯ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এ ই জেড) নিয়ে গঠিত, যার ফলে ভূমির প্রকৃতি ও পানি ধারণক্ষমতা ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাই কৃষকগণ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে রোপা আমন চাষাবাদ করে থাকে। এ বৎসর মোট ৫২.১৩ লক্ষ জমিতে রোপা আমনের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা উৎপাদনের একটি বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অপরদিকে রোপা আমনে যদি খরা আক্রান্ত হয়, তবে উপরোক্ত ফলনের ঘাটতির তথা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

রোপা আমন ফসলের জন্য পানির গুরুত্ব:

রোপা আমন একটি মৌসুমী বৃষ্টি নির্ভর ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য রোপা আমন ফসলে পানির চাহিদা বেশি।

১। রোপা আমন আবাদের জন্য মাটি ২০-২৫ সে.মি. গভীর পর্যন্ত একটি নরম কাদার স্তর তৈরি করতে হয়, যাতে পানি এ স্তর ভেদ করে নীচে চলে যেতে না পারে;

২। অধিকাংশ আগাছাই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ফলে আগাছা দমন খরচও অনেক কম হয়;

৩। জমিতে পানি জমিয়ে রাখলে ইউরিয়া সারের সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হয় না এবং ইউরিয়া কাদা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে এ্যামোনিয়াম অবস্থায় থাকে, যা ধান গাছ খুবই পছন্দ করে।

তাই আমরা জানতে পারি জমি তৈরি হতে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত আমন ধানের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন পর্যায়ে পানির চাহিদা একই মাত্রায় নয়। ধান গাছে জীবন চক্রের বিভিন্ন অবস্থায় নিম্নোক্ত পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়:

ক্র: নং	বিভিন্ন অবস্থা	পানির গভীরতার পরিমাণ(সেঃমিঃ)
০১	জমি তৈরী সময়	৩-৫
০২	চারা লাগানোর সময়	২-৩
০৩	চারা রোপনের দিন হতে পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত	৩-৫
০৪	চারা রোপনের ১১ দিন পর হতে থোর আসার আগ পর্যন্ত	২-৩
০৫	কাইচ থোড় থেকে দানা বাঁধা পর্যন্ত	৫-১০
০৬	ফসল কাটার ১০-১৫ দিন সময়ের মধ্যে	জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।

খরা কী?

যে কোন এলাকায় বিরাজমান স্বাভাবিক আবহাওয়ার উপাদানগুলোর যেমন: বৃষ্টিপাত, বাতাসের আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন, তাপমাত্রা ইত্যাদির হঠাৎ করে স্বল্পদৈর্ঘ্য সময়ের জন্য নিম্নমুখী উর্ধ্বমুখী ছন্দ পতনের ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতির সৃষ্টি হলে সেই অবস্থাকে খরা বলে। খরার ধারাবাহিক শুষ্ক ও রুক্ষ আবহাওয়া, প্রাণি ও উদ্ভিদের দৈনন্দিন জৈবিক কর্মকাণ্ডের জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির অভাব। এ পরিস্থিতিতে ফলনহানিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত' হয়ে যেতে পারে।

খরার কারণসমূহ:

খরার প্রধান প্রধান কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক) সাময়িক অনাবৃষ্টি

খ) মাটিতে রসের অভাব

গ) প্রখর রৌদ্র তাপ;
ঘ) মাটিতে আচ্ছাদনের অভাব।

খরার শ্রেণি বিন্যাস:
খরার শ্রেণি বিন্যাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে খরাকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:
ক) আবহাওয়াসংশ্লিষ্ট খরা (Meterological Drought)
খ) ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরা (Hydrological Drought)
গ) কৃষি খরা (Agricultral Drought)

আবহাওয়াসংশ্লিষ্ট খরা:
একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সময়ে বৃষ্টিপাতের অভাবে ও শুষ্ক অবস্থাকে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট খরা বলা হয়। আমেরিকান মেটেওরোলজিকাল সোসাইটির মতেও খরা একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য সময়ে বিরাজমান রুক্ষ ও শুষ্ক আবহাওয়াজনিত কারণে অস্বাভাবিক জলাভাবকে বুঝায়।

ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরা:
কোনো এলাকার একটি নির্দিষ্ট সময়ে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অভাব (ঘাটতি) কে ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরা বলে। এখানে আবহাওয়াজনিত খরা ও ভূগর্ভস্থ জলাভাবজনিত খরাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত খরা বলা হয়।

কৃষি খরা:
বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন ইত্যাদি আবহাওয়ার অনুঘটনগুলোর হ্রাসবৃদ্ধিজনিত কারণে ফসলের জীবন চক্রের যে কোন অবস্থায় পানির অভাবে জৈবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়, সেই সময়কে কৃষি খরা বলা হয়। কৃষি খরা মাটির জৈবিক ও বাহ্যিক গুণাবলি, ফসলের জাতপাত, জৈবিক কর্মকাণ্ডের জন্য পানির চাহিদা এবং বিরাজমান আবহাওয়ার সাময়িক তারম্যের উপর ভিত্তি করে একেক সময়ে একেক রকম হতে পারে। সহজভাবে কৃষি খরা বলতে বুঝায় ফসল মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও মাটির আর্দ্রতার অভাব।

মৌসুমভিত্তিক খরার শ্রেণি বিন্যাস:
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে ফসল উৎপাদন মৌসুম বিবেচনা করে খরাকে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:
১। খরিপ খরা;
২। রবি ও প্রাক-খরিপ খরা।

খরা চিহ্নিতকরণে বৈশিষ্ট্যসমূহ:
ক) বৃষ্টিপাত;
খ) ফসলের জীবনকাল ও জীবনচক্র;
গ) মাটির প্রকৃতি ও পানি ধারণক্ষমতা;
ঘ) ফসলের বিভিন্ন জাতের খরাসহিষ্ণুতা;
ঙ) ফসলের শিকড় স্তরের বিভিন্ন গভীরতায় মাটির আর্দ্রতা;
চ) পানির অনুস্রাবন বা পারকোলেশন অপচয়;
ছ) বাষ্পীভবন;
জ) বাতাসের আর্দ্রতা;
ঝ) তাপ;
ঞ) ফসলের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূল অবস্থা সহনশীলতা;

খরার প্রকৃতি, তীব্রতা ও প্রভাব বিবেচনা করে খরিপ খরাকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: অতিতীব্র, তীব্র মাঝারী ও সামান্য খরা।

রবি ও প্রাক-খরিপ খরা:
নভেম্বর হতে মে (অগ্রহায়ণ-জ্যৈষ্ঠ) সময়ের মধ্যে যে কোন সময় খরা দেখা দিলে তা রবি ও প্রাক-খরিপ খরা বলে চিহ্নিত হয়।

খরার পূর্বাভাস:
আমন মৌসুমে যে কোন সময় একটানা ১০-১৫ দিন স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হলে তা খরার পূর্বাভাস বলে ধরে নেয়া যায়; এরূপ পরিরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহের সজাগ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা উচিত:
ক) জমিতে পানি আছে কিনা, থাকলে কী পরিমাণ আছে;
খ) চারা রোপণের পর জমিতে দাঁড়ানোর পানি না থাকলে মাটিতে পর্যাপ্ত রস আছে কিনা।
এ জন্য জমির বিভিন্ন জায়গার ১০-১৫ সে.মি. গভীরের মাটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হাতে মাটি নিয়ে চাপা দিলে তা যদি ঢেসার আকৃতি গ্রহণ না করে তাহলে তা খরার প্রারম্ভিক সূচনা বলে বিবেচিত হতে পারে।
গ) গাছের বাড়-বাড়তি, পাতার রং, ঔজ্জ্বল্য ও আকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। খরার প্রভাবে পাতার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থাকবে না। পাতা বিবর্ণ দেখাবে এবং শুকিয়ে আসবে। গাছের বাড়-বাড়তি কমে যাবে;

ঘ) মাটির উপরিভাগ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চিকন ফাটল দেখা গেলেই বুঝতে হবে মাটিতে পর্যাপ্ত রস নেই;
ঙ) থোড় অবস্থা থেকে দানা বাঁধা অবস্থায় খরা দেখা দিলে ছড়া পুরাপুরি বের হবে না, দানায় দুধ থাকবে না, দানা চিটা হবে।

খরার পূর্ববর্তী সর্তকর্তা:
খরার হাত হতে মাঠের ফসল রক্ষার জন্য কৃষকগণ জরুরিভাবে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন:
ক) মাটি যাতে ভেজা এবং গাছের শিকড় যাতে গভীরে প্রবেশ করে সে জন্য জমি গভীরভাবে চাষ দেয়া;
খ) সেচের ব্যবস্থা করা (সেচ নালা ও সেচ যন্ত্র সচল রাখা), আদ্রর্তা সংরক্ষণ, সেচের প্রতিবন্ধকতা দূর করা;
গ) মাটি ভেজা রাখার জন্য জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করা;
ঘ) আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য আচঁড়া, নিড়ানি কিংবা কুপিয়ে মাটির উপর স্তর ভেঙ্গে দেয়া এবং আগাছা, কচুরীপানা দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা;
ঙ) নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে আগাম রোপা আমনের চাষ করা।

খরার পূর্ববর্তী করণীয়:
ক) ধান রোপণের পর হতেই মাঝে মধ্যে ফসল, মাটি এবং বিরাজমান আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
খ) জমির আইল ১০ সে.মি. হতে ১৫ সে.মি. উচুঁ করে বাঁধা যাতে পানি ধরে রাখা যায়।
গ) জমির এক কোনায় মোট আয়তনের ২-৫% আকারের একটি গর্ত করে রাখা যাতে পানি জমা করে রাখা যায়। খরা দেখা দিলে এ জমা পানি দিয়ে জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।

খরা মোকাবেলায় সম্পূরক সেচ প্রদানের উপায়সমূহ:
সেচের পানির উৎস দুইটি। যেমন: ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ। যেহেতু, রোপা আমন বর্ষা মৌসুমে আবাদ করা হয় এবং সে সময় নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা, পুকুর ও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে এবং উক্ত পানি পরবর্তী সময় শুকিয়ে যায় সে জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানি জাতীয় সম্পদ।

ক) ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সম্পূরক সেচ প্রদান:
১) আইল ব্যবস্থাপনা:
রোপা আমন চাষের প্রাক্কালে জমিতে ১৫-২০ সে.মি. (৬ ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি) উঁচু করে আইল বেঁধে বৃষ্টি/বন্যার পানি ধরে রেখে ৭-১০ দিনের সাময়িক খরা মোকাবেলা করা সম্ভব।

২) জমিতে ক্ষুদ্রাকার জলাধার নির্মাণ:
জমির তুলনামূলক নিচু অংশে অথবা সুবিধাজনক স্থানে জমির মোট আয়তনের ২-৫% স্থান জুড়ে ছোট জলাধার নিমার্ণ করে সম্পূরক সেচ দেওয়া যায়। এ ছাড়াও শীতকালে কুয়াশাযুক্ত গাছের উপর দিয়ে রশি টেনে দিলে কিছুটা সম্পূরক সেচের উপকারিতা পাওয়া যায়।

৩। শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি), সনাতনী ও গতানুগতিক পদ্ধতি:
খরা পীড়িত জমির নিকটস্থ খাল-বিল, ডোবা-নালা, পুকুর, নদী ও জলাধার হতে শক্তিচালিত পাম্প, সনাতনী ও গতানুধিক পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূরক সেচ দেয়া যায়।

খ) ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সম্পূরক সেচ প্রদান:

১) হস্তচালিত নলকূপ:
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীগণ ট্রেডল পাম্প, রোয়ার পাম্প ও হাত পাম্প দ্বারা সম্পূরক সেচ প্রদান করতে পারেন।

২। অগভীর নলকূপ:
বোরো মৌসুমের পর যে সমস্ত অগভীর নলকূপের ইঞ্জিন/মটর বাড়িতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তা খরা মোকাবেলার জন্য মাঠে ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব ।

৩। গভীর নলকুপ:
গভীর নলকূপের ইঞ্জিন/মটর এবং পাম্পসমূহ সারা বছরই মাঠে পাম্প ঘরে থাকে বিধায় মোকাবেলায় উহা খুব সহজেই সম্পূরক সেচে ব্যবহার করা সম্ভব।

গ) পানির পরিবহণ পদ্ধতি:
সেচকার্যে পানি পরিবহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেচের পানির অপচয় অধিকাংশ এখানেই সংগঠিত হয়। তাই সেচনালাসমূহ পাকা অথবা উন্নত কাঁচা সেচনালায় পরিবর্তন করে সেচের পানির অপচয় রোধ করা যায়। সেচের পানি অপচয় রোধকল্পে ফিতা পাইপ/রাবার পাইপ ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা যায়। এতে আলাদাভাবে সেচনালার প্রয়োজন হয় না, খরচও কম পড়ে।

রোপা আমন ফসলে খরার প্রভাব:
বিএআরসি'র এক গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায় যে, প্রতি ৫ বছরে ১ বার রোপা আমন খরা কবলিত হয়। প্রকট খরা দেখা যায় মূলত মধ্যে

আশ্বিন হতে কার্তিক মাসের শেষার্ধ (অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) সময়ে যখন আমন ফসল থোড় বা দানা বাঁধা অবস্থায় থাকে। এমন অবস্থায় খরায় আমন ফসলের ফলন ৬০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

খরার শ্রেণী	খরাজনিত কারণে ফলন (টন/ হেঃ)	খরা ফলনের ক্ষতির হার (%)	ফসলের যে অবস্থায় ক্ষতি হয়	খরা না হলে গড় ফলন (টন/হেঃ)
অতি তীব্র	১.৭-২.৫	৪৫	চারা রোপণের সময় কুশি ছাড়া এবং থোর বের হওয়ার সময় হতে দানা বাধাঁ পর্যন্ত	৪.৫-৫.৫
তীব্র	২.০-২.৮	৩৫-৪৫	চারা রোপণের সময় কুশি ছাড়া এবং থোর বের হওয়ার সময় হতে দানা বাধাঁ পর্যন্ত	৪.০-৫.০
মাঝারি	২.৫-৩.৫	২০-৩৫	থোর ছাড়া হতে দানা বাঁধা অবস্থা পর্যন্ত	৪.৫-৫.৫
কম/ সামান্য	৩.০-৪.৪	২০	থোর ছাড়া হতে দানা বাঁধা অবস্থা পর্যন্ত	৩.৫-৫.০

সাধারণভাবে আমন ফসলে খরার প্রভাব নিম্নরূপ:

ক) রোপা আমন আবাদের সময় শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ। এ সময়ের খরা দেখা দিলে আমন ফসলের রোপণ, বাড়-বাড়তি, ফুল ফোটা, দানা বাঁধা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;

খ) মৌসুমের শুরুতেই খরা দেখা দিলে আমন রোপণ বিলম্বিত হতে পারে;

গ) ফসলের বাড়ন্ত অবস্থায় দেখা দিলে কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাহত হবে, গাছের বৃদ্ধি বাঁধাপ্রাপ্ত হবে, গাছ শুকিয়ে যাবে এবং গাছের খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য প্রস্তুতি বিঘ্নিত হবে। খরা দীর্ঘায়িত হলে ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে;

ঘ) রোপা আমনের জন্য সবচেয়ে নাজুক সময় কার্তিক অগ্রহায়ণ। এ সময় খরা হলে থোড় বের হওয়া, ফুল ফোটা ও দানা গঠন বিঘ্নিত হবে এবং ফলন দারুণভাবে কমে যাবে;

ঙ) খরার কারণে নোনা জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে;

চ) খরার কারণে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে রোগ বালাইয়ের আক্রমণও বৃদ্ধি পায়।

খরা মোকাবেলায় সম্পূরক সেচের গুরুত্ব:

রোপণপূর্ব অবস্থা হতে ফসল পাকা সময়ের মধ্যে যে কোন সময় খরা দেখা দিলে আমন ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। স্বাভাবিক সময়ে চারা রোপণ হতে আরম্ভ করে ফসল পাকা অবস্থা পর্যন্ত যে কোন সময়ে খরা দেখা দিলে তা নিরসনের একমাত্র উপায় ফসলে সম্পূরক সেচ প্রদান। রোপা আমন ফসলের বিভিন্ন অবস্থায় সম্পূরক সেচের চাহিদা নিম্নরূপ:

খরাজনিত অবস্থা	ফসলের অবস্থা	সম্পরক সেচ চাহিদা
অতি তীব্র	জমি তৈরী, চারা রোপণ, কুশি উৎপাদন, থোড় ছাড়া হতে দানা বাঁধা	৩০-৪৮ সেঃমিঃ
তীব্র	জমি তৈরী, চারা রোপণ, কুশি উৎপাদন, থোড় ছাড়া হতে দানা বাঁধা	২০-৩০ সেঃমিঃ
মাঝারি	কুশি ছাড়া হতে দানা বাঁধা	১৫-২০ সেঃমিঃ

" দিলে সেচ যাবে খরা, আমন ধানে গোলা ভরা "

"কাঁচা নালা ভাল নয়, পানি অপচয় বেশি হয়"

বিএডিসি'র আলুবীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০২৪-২৫ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত ও সংগৃহীত বিভিন্ন জাত, শ্রেণি ও গ্রেডের আলুবীজ এবং প্লান্টলেট এর সংগ্রহমূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বীজের উৎস	জাত	বীজের শ্রেণি	বীজের গ্রেড	'ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি' কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (কেজি /টাকা)	
ক) চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন (স্থানীয় ভিত্তি বীজ দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	প্রত্যায়িত/মানঘোষিত শ্রেণির আলুবীজ	'এ' গ্রেড (২৫-৪০ মিঃমিঃ)	২৮.০০	(আটাশ টাকা)
			'বি' গ্রেড (৪১-৫৫ মিঃমিঃ)	২৬.০০	(ছাব্বিশ টাকা)
			আন্ডার সাইজ (২০-২৪ মিঃমিঃ)	২৬.০০	(ছাব্বিশ টাকা)
খ) সংস্থার খামার/ চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন	সকল জাত	স্থানীয় ব্রিডার/প্রাক ভিত্তি আলুবীজ হতে উৎপাদিত ভিত্তি শ্রেণির আলুবীজ	'এ' গ্রেড (২৫-৪০ মিঃমিঃ)	৩২.০০	(বত্রিশ টাকা)
			'বি' গ্রেড (৪১-৫৫ মিঃমিঃ)	৩০.০০	(ত্রিশ টাকা)
			আন্ডার সাইজ (২০-২৪ মিঃমিঃ)	৩২.০০	(বত্রিশ টাকা)
			ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মিঃমিঃ)	২৭.০০	(সাতাশ টাকা)
	সকল জাত	আমদানীকৃত বেসিক আলুবীজ দ্বারা উৎপাদিত ভিত্তি শ্রেণির আলুবীজ	'এ' গ্রেড (২৫-৪০ মিঃমিঃ)	৬০.০০	(ষাট টাকা)
			'বি' গ্রেড (৪১-৫৫ মিঃমিঃ)	৫৯.০০	(উনষাট টাকা)
			আন্ডার সাইজ (২০-২৪ মিঃমিঃ)	৬০.০০	(ষাট টাকা)
			ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মিঃমিঃ)	৫৬.০০	(ছাপ্পান্ন টাকা)
গ) সংস্থার খামার (টিপিএস দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	সিডলিং টিউবার	'এ' গ্রেড (১৫-২৫ মিঃমিঃ)	২৫.০০	(পঁচিশ টাকা)
			'বি' গ্রেড (২৬-৩৫ মিঃমিঃ)	২৪.০০	(চব্বিশ টাকা)
ঘ) সংস্থার খামার (মিনিটিউবার দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	ব্রিডার	'এ' গ্রেড (২৫-৪০ মিঃমিঃ)	৮২.০০	(বিরাশি টাকা)
			'বি' গ্রেড (৪১-৫৫ মিঃমিঃ)	৮০.০০	(আশি টাকা)
			আন্ডারসাইজ (২০-২৪ মিঃমিঃ)	৮২.০০	(বিরাশি টাকা)
			ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মিঃমিঃ)	৭৮.০০	(আটাত্তর টাকা)
ঙ) সংস্থার খামার (প্লান্টলেট দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	মিনি টিউবার	সকল গ্রেড নির্বিশেষে	৪০৮.০০	(চারশত আট টাকা)
চ) সংস্থার খামার, জীবপ্রযুক্তি ও উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ	সকল জাত	প্ল্যান্টলেট	-	১০.০০ (প্রতিটি)	(দশ টাকা)

২. উক্ত সংগ্রহ মূল্য অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি' সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০২৪-২৫ বর্ষে রবি মৌসুমে উৎপাদিত মসুর, খেসারি, ছোলা, মটর, ফেলন, সরিষা ও সূর্যমুখী বীজের সংগ্রহমূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	বীজের নাম	২০২৪-২৫ বর্ষে 'ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি' কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহমূল্য (টাকা/কেজি)	
		মানঘোষিত	ভিত্তি
১.	মসুর	১১০.০০ (একশত দশ টাকা)	১১২.০০ (একশত বারো টাকা)
২.	খেসারি	৮২.০০ (বিরাশি টাকা)	৮৪.০০ (চুরাশি টাকা)
৩.	ছোলা	১০০.০০ (একশত টাকা)	১০২.০০ (একশত দুই টাকা)
৪.	মটর	৯১.০০ (একানব্বই টাকা)	৯৩.০০ (তিরানব্বই টাকা)
৫.	ফেলন	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৯৭.০০ (সাতানব্বই টাকা)
৬.	সরিষা (হলুদ) (বারি সরিষা ১৪,১৭,২০, বিনা ১১)	১০৩.০০ (একশত তিন টাকা)	১০৫.০০ (একশত পাঁচ টাকা)
	সরিষা (পিংগল) বারি সরিষা-৯,১৮ বিএডিসি-১, বিইউ সরিষা-১	১০১.০০ (একশত এক টাকা)	১০৩.০০ (একশত তিন টাকা)
৭.	সূর্যমুখী	১৩২.০০ (একশত বত্রিশ টাকা)	১৩৪.০০ (একশত চৌত্রিশ টাকা)

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপন করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছা নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরিপ্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমন করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ডাল ও তৈল: বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশ এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফল গুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আঁচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

শাক সবজি: বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পুঁইশাক ও অন্যান্য সবজির যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপর্যুক্ত সবজির আবাদ শুরু করতে পারেন।

আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মতো রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপন করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজ তলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজ তলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতাসম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

ভুট্টা: পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সবজি: গ্রীষ্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সবজির বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকর ভেসে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সবজির গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণক্ষমতা তত কমে যাবে। সে জন্য বেশি বৃদ্ধিসম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

রাজধানীর গাবতলীতে অবস্থিত বীজ ভবনে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ আইসিটি ল্যাবে আইবাস ++ শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান এর বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। এ সময় সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-১৯০৪) কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএনপি'র আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। এ সময় জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বিএডিসি জিয়া পরিষদ এবং বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ফটোসেশনে বিএডিসি পরিবারের নারী সদস্যবৃন্দ

বিএডিসি'র মাধ্যমে বঙ্গভবনের সিংহ পুকুরের পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), সেচ ভবন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম ও নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মনিরা জাহান

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ ইউনিয়নে বিএডিসি নির্মিত ঝিরিবাঁধের মাধ্যমে ধান উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।